সংবাদ

তারিখ 01 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৫

জোট সরকারের কমিটি এখনও বহাল

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে দলীয় প্রভাবে

হাসান আরিফ

জোট সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করলেও বিভিন্ন স্কুল-কলেজে তাদের নিয়োজিত পরিচালনা কমিটি এখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত স্কুল-কলেজ পরিচালনা কমিটি এখনও দলীয় চিন্তায় কাজ করছে। এনিয়ে চরম ক্ষুব্ধ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক এবং অভিভাবক। তবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনও স্কুল-কলেজের পরিচালনা কমিটিগুলো নির্দলীয় করার কাজে হাত দেননি।

বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যে পরিচালনা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল তার অনেক কমিটি এখনও রয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন সদ্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এক প্রজ্ঞাপনে বিগত জোট সরকারের আমলে গঠিত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি বাতিল করা হয়। কিন্তু ওই প্রজ্ঞাপনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে জোট সরকারের আমলের

বহাল : পৃষ্ঠা : ২ কঃ ৬

বহাল : জোট সরকারের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা কমিটি থেকে যায়।

প্রজ্ঞাপনে জোট সরকারের আমলের পরিচালনা কমিটি বাতিল করে বলা হয়েছিল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার চেয়ারম্যান হবেন সরকারি কর্মকর্তারা। আর শিক্ষানুরাগীরা হবেন সদস্য। প্রজ্ঞাপনের এই সুযোগ নিয়ে বিএনপির অনুগত সরকারি যে সব কর্মকর্তা পরিচালনা পরিষদে ছিলেন তারা এখনও রয়ে গেছেন।

নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কলেজের ১০ সদস্যের পরিচালনা কমিটির মধ্যে ২ জন এবং ৯ জন সদস্যের স্কুল পরিচালনা কমিটির ১ জন থাকেন সরকার মনোনীত সদস্য। এ মনোনয়ন সাধারণত সে এলাকার সংসদ সদস্যের ইচ্ছা অনুযায়ী দেয়া হয়। ফলে এ পদে দলীয় লোকই আসেন। এছাড়াও স্কুলে ৪ জন অভিভাবক প্রতিনিধি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবক প্রতিনিধি সরকারদলীয় নেতাদের ইচ্ছানুযায়ী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচন হলেও সেখানে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের প্রার্থীকেই জিতিয়ে আনেন সরকারিদলের নেতারা। এক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তন হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থেকে যান। শুধু পরিবর্তন হয় পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান পদ। বর্তমানেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চেয়ারম্যানদের অপসারণ করার পরও বাস্তবে তাদের কমিটিই রয়ে গেছে।

জানা গেছে, জোট সরকারের অনুগত পিএসসি'র বিতর্কিত সদস্য আশরাফ আলী বর্তমানেও বোরহানউদ্দিন কলেজের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন। আবুজর শিকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রয়েছেন সদরুল আমিন, মেহেরুন নেছা বালিকা বিদ্যালয় আন্ড কলেজের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন জোট সরকারের অনুগত হিসেবে পরিচিত বিদ্যুৎ অফিসের পরিচালক মো. আবদুল খালেক, গুলশান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত মসলেহ আর ওসমানী, হাম্মাদীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন জোট সরকারের অনুগত সাবেক যুগ্ম সচিব মজিবুর রহমান, মুকুলিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু সরে গেলেও তার স্ত্রী নাসিমা আক্তার কল্পনা শিক্ষানুরাগী হিসেবে সদস্য রয়ে গেছেন।

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে সব পরিচালনা পরিষদের কিছু কিছু এখনও রয়ে গেছে। তাদের মতে, রাজনৈতিক বিবেচনায় গঠিত এসব পরিচালনা কমিটি নানাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে। একই সঙ্গে নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে ভাল ও মেধাবী অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষকের চাকরি পাওয়া থেকে। এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষার মানের ওপর।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শিক্ষক কর্মচারী ট্রাস্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক আবী ফারুক আহমেদ 'সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখতে হবে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে নিরপেক্ষ ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে। কোন দলের সদস্য বা দলের প্রতি অনুগতদের কোনভাবেই পরিচালনা কমিটি নেয়া যাবে না।